দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 14 NOV 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

স্কুল পাঠাগারের গুরুত্ব

"শিক্ষা মানুষকে মহৎ করে। শিক্ষা মানুষকে বিনয়ী হতে সাহায্য করে।" শিক্ষা প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময়ে নানা জনে নানান উক্তি করেছেন এবং তারা সকলেই শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। এ থেকে একটি কথাই প্রমাণিত হয়, শিক্ষা অর্জন ব্যতীত কেউ যেমন মহৎ হতে পারে না ঠিক তেমনি শুধু মাত্র পাঠ্য পুস্তক থেকে কেউ প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করতে পারে না। তাই প্রয়োজন জ্ঞানার্জনের জন্য বই। এ ব্যাপারে স্কুল পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে হলে দরকার প্রয়োজনীয় বই। এই বইয়ের প্রয়োজন ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল-পাঠাগারের মাধ্যমে মিটাতে সক্ষম। সুতরাং স্কুল পাঠাগারের গুরুত্ব অনেক। আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা মোটে উন্নত বলে দাবী করা যায় না। এর পেছনে যে কারণটি তা হল ছাত্র-ছত্রীদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ মোটেও সচেতন নয়।

অতীতে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ব্যাপারে যেভাবে উৎসাহ দান বা আকৃষ্ট করা হতো, বর্তমানে তা' করা হয় না। মোট কথা; ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিতরূপে গড়ে তুলতে হলে তাদেরকে ভবিষ্যৎ সুনাগরিক করতে হলে দেশের স্বার্থে, সমাজের প্রয়োজনে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে স্কুল-পাঠাগার গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। এ ব্যাপারে নীচের সুপারিশসমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে।

(ক) প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় বা এবতেদায়ী মাদ্রাসায় 'স্কুল-পাঠাগার' বা 'মাদ্রসা পাঠাগার' নামে পাঠাগার স্থাপন করা প্রয়োজন। যেহেতু, প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা জীবন শুরু হয়।

(খ) এ পাঠাগার পরিচালনা বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন শিক্ষককে প্রধান করে একটি পরিচালনা কমিটি গঠন। এ ব্যাপারে দায়িত্বশীলদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

(গ) টিফিন বা স্কুল ছুটির পরে অথবা ছুটির দিনে পাঠাগার খোলা রাখতে হবে। প্রয়োজনবোধে বাড়ীতে বই নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে।

(ঘ) তাদের মতামত বা সুবিধা-অসুবিধা জানার জন্য মাসিক-ত্রৈমাসিক আলোচনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা।

—আহমাদ আলী

মেডিকেলে ভর্তি প্রসঙ্গে

চলতি বছর মেডিকেল কলেজসমূহের ভর্তি পরীক্ষার ন্যূনতম যোগ্যতা হবে এস, এস, সি এবং এইচ, এস, সি উভয় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ উত্তীর্ণ। উচ্চ শিক্ষার সুযোগ যখন এমনিতেই সীমিত, তখন এ ধরনের অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে যারা উভয় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ পায়নি অথচ সর্বমোট ১২০০ নম্বরের অধিকারী তাদেরকে গভীর হতাশায় নিমজ্জিত করবে।

নিম্নলিখিত কারণে আমরা উপরের সিদ্ধান্তকে অযৌক্তিক মনে করছি এবং ভর্তি পরীক্ষায় আবেদন করার ন্যূনতম যোগ্যতা পূর্বের ন্যায় ১২০০ নম্বর রাখার আবেদন করছি।

(১) যেহেতু লিখিত ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলই মেডিকেলে ভর্তির একমাত্র মাপকাঠি, সেহেতু শুধুমাত্র আবেদনপত্র দাখিলের জন্য সর্বমোট ১২০০ নম্বরের বদলে উভয় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ অর্জন বাধ্যতামূলক করা অদূরদর্শিতার পরিচয়।

কেননা এবার এস, এস, সি এবং এইচ এস, সি, উভয় পরিক্ষায় প্রথম বিভাগ প্রাপ্তির সংখ্যা বিজ্ঞান বিভাগে মাত্র ৪৫০০। আর সেখানে ১২৫০টি সিটের জন্য মাত্র সাড়ে চার হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে অনুমতি প্রদান বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে বঞ্চিত করার শামিল।

এইচ, এস, সি বা এস, এস, সি'র যে কোন একটি পরীক্ষাতে কোন কারণে খারাপ করে অপরটিতে ভাল করেছে এমন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রচুর। উভয় পরীক্ষায় সর্বমোট ১২০০ নম্বর আছে অথচ ২টি প্রথম বিভাগ নেই; এমন সব ছাত্র-ছাত্রীকে মানবিক কারণেই ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দিয়ে তাদের মেধা যাচাই-এর সুযোগ দেয়ার বিষয়টি কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখবেন বলে আশা করি।

—আবিদ রসুল